

কিশোর-কিশোরীদের প্রতি সহিংসতা



কিশোর-কিশোরীদের প্রতি সহিংসতা

নির্যাতন বা সহিংসতা কী?

সহিংসতা হচ্ছে শারীরিক-মানসিক কিংবা আবেগঘটিত যে কোনো ধরনের চাপ প্রয়োগ করা যা যন্ত্রণা বা কষ্টের কারণ হয়। যে কোনো ধরনের নির্যাতন বা সহিংসতা বাংলাদেশের আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

নির্যাতনের ধরন

- শারীরিক আঘাত
- মানসিক আঘাত
- অবহেলা ও বৈষম্য
- কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন
- যৌন নির্যাতন

নির্যাতনের কারণ

দেখা গেছে, আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রেই নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন কার্যকর করা হয় না। এর ফলে নির্যাতনকারীরা নির্যাতন করেও শাস্তি পায় না এবং বারবার নির্যাতন করার সুযোগ পায়। এতে অন্যরা উৎসাহিত হয়। এছাড়া সাধারণ মানুষের নির্যাতনের ধরন ও এর শাস্তি সম্পর্কে ধারণা না থাকায় আইনের আশ্রয় নেয় না। ধনী-গরীবের বৈষম্য, সম্পদের ব্যবস্থা ও বণ্টনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারে নারীর সীমাবন্ধন, নারীর ক্ষমতায়নের ধীরগতি, সামাজিক অনুশাসন নারীকে নির্যাতনের শিকারে পরিণত করে। দেখা গেছে, অনেক ক্ষেত্রেই নির্যাতনকারী পরিবারের খুব কাছের মানুষ।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকার কর্মসূচি

- নয়টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার চালু
- চালিশটি জেলা পর্যায়ে ও বিশটি উপজেলা পর্যায়ে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল
- ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার (হটলাইন ১০৯৮) ও জয় অ্যাপস
- মেডিকেল কলেজে ন্যাশনাল ট্রিমা কাউন্সেলিং সেন্টার স্থাপন, নির্যাতিতদের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ ও নির্যাতন বিরোধী গণসচেতনতা কার্যক্রম

যে কোনো ধরনের নির্যাতনে সব ধরনের সাহায্য পেতে বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের **১০৯৮** নম্বরে যোগাযোগ করুন।

নির্যাতন প্রতিরোধে করণীয়

- নির্যাতনের কারণ না খুঁজে নির্যাতনকারীকে শাস্তির আওতায় আনা ও নির্যাতনকারীকে ঘৃণা করা
- কিশোর-কিশোরীদের নির্যাতনের ধরন, ভালো ও মন্দ স্পর্শ সম্পর্কে ধারণা দেয়া
- নিজের পরিবারে বা চেনা কেউ নির্যাতনের শিকার হলে লুকিয়ে না রেখে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে আইনের আশ্রয় চাওয়া
- কিশোর-কিশোরীর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, তাদের মানসিক শক্তি যোগানো
- নেতৃত্বাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা
- পারিবারিক শিক্ষা ও ইতিবাচক পরিবেশ নিশ্চিত করা ও কিশোর-কিশোরী নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো
- কিশোরীদের যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে সবাই যাতে নির্ভর্যে বলতে পারে সেজন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা; সহিংসতার শিকার কিশোর-কিশোরীদের জন্য চিকিৎসাগত, মনস্তাত্ত্বিক ও অন্যান্য পরামর্শ সেবা এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
- সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র ও অন্যান্য স্থানে কিশোরীদের যৌন হয়রানির এবং অন্যান্য নির্যাতন বন্ধে কর্মসূচি ও পদ্ধতি উন্নত করা
- এই বিষয়ক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও প্রচারাভিযান জোরদার করা

নির্যাতনের বিরুদ্ধে
রুখে দাঁড়াই একসাথে

